بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা
23

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 11 আগষ্ট, 2016 11 যাহুর,1395 হিজরী শামসী 7 যুল কাদা 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

বিপদাপদের মধ্যেই দোয়ার বিচিত্র গুণাবলি ও প্রভাব প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ আমাদের খোদাকে দোয়ার মাধ্যমেই সনাক্ত করা যায়।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

"আল্লাহ তা'লা চাইলে মানুষকে একটি অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখতে পারতেন। কিন্তু কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা অদ্ভুত সময় ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। তাদের মধ্যে একটি হল দুঃখ-কষ্ট। পরিস্থিতি বিভেদে ও সময়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার বিচিত্র মহিমা ও গোপন রহস্যাবলী প্রকাশ পেয়ে তাকে।

....

যারা কোন দুঃখ-কষ্ট পায় না তারা নিজেদেরকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করে, কিন্তু তারা আল্লাহ তা'লা অনেক সত্য ও রহস্যাবলী সম্পর্কে অনবিহিত ও অনভিজ্ঞ থাকে। এর উদাহরণ হল স্কুলে শিক্ষার পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শরীর চর্চা করাও আবশ্যক করা হয়ে থাকে। এই সকল শরীর চর্চা ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে যা কিছু শেখানো হয় তার পিছনে শিক্ষা বিভাগের এমন অভিপ্রায় নিশ্চয় থাকে না যে, তাদেরকে কোন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে আর সময়ের অপচয় করা হচ্ছে এমনটিও না। বরং আসল বিষয় হল আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সচল রাখতে হয়। যদি তাদেরকে অচল রেখে দেওয়া হয় তবে তাদের শক্তি লোপ পেতে থাকবে। তাই এইভাবে সেই চাহিদা পূর্ণ করা হয়। শরীর চর্চা করলে বাহ্যতঃ শরীরের কষ্ট হয়, কিন্তু সামান্য পরিশ্রম ও ক্লান্তি সুসাস্থ্যের কারণ হয়। অনুরূপভাবে আমাদের স্বভাবও এমনভাবে রচিত হয়েছে যে, এর জন্য কষ্টও দরকার যাতে সে পূর্ণতা লাভ করে। সেই কারণে আল্লাহ তা'লা যখন মানুষকে কখনো কখনো কষ্টের মধ্যে নিপতিত করেন আসলে তা আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে নিয়তির উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্য্য শক্তি বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি খোদার উপর বিশ্বাস রাখে না তারা ব্যক্তিগত ভাবে কষ্টের মধ্যে পড়লে বিচলিত হয়ে ওঠে। তখন সে আত্মহননের মধ্যে আরাম দেখে। কিন্তু মানুষ পূর্ণতা ও প্রশিক্ষণ চায় যাতে তার উপর এই ধরণের বিপদাপদ আসে এবং আল্লাহার উপর তার বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তা'লা সমস্ত কিছুর উপর শক্তি রাখেন। কিন্তু যাদের জন্য বিচ্ছেদ ও বিপদাপদ আসে না তাদের অবস্থা লক্ষ্য কর। তারা পৃথিবী ও এবং এর কামনা-বাসনার মধ্যে মগ্ন হয়ে পড়েছে। তাদের মস্তক উপরের দিকে উঠে না। খোদা তা'লাকে তারা ভুলেও স্মরণ করে না। এরাই উচ পর্যায়ের গুণাবলীকে নষ্ট করে বসেছে। এবং এর পরিবর্তে নিকৃষ্ট পর্যায়ের বস্তু অর্জন করেছে। কেননা ঈমান ও ইরফানের ক্ষেত্রে উন্নতি তাদের জন্য সেই আরাম ও প্রশান্তির উপকরণ সৃষ্টি করত যা কোন ধন-সম্পদ ও জাগতিক ভোগ-বিলাসের মধ্যে নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তারা একটি শিশুর ন্যায় অঙ্গার খণ্ড নিয়ে আনন্দিত হয়। কিন্তু সেই আগুনের জ্বালা ও ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু যাদের উপর আল্লাহ্‌র কৃপা হয়, যাকে ঈমান ও ইয়াকীনের সম্পদে সমৃদ্ধ করা হয় তাদের উপর বিপদাপদ আসে।

যারা বলে যে, আমাদের উপর কোন বিপদাপদ আসে নি, তারা হতভাগা। তারা সুখ-সাচ্ছন্দে থেকে পশুতুল্য জীবন যাপন করছে। তাদের জিহ্বা আছে কিন্তু তা সত্য বলতে অপারগ। খোদার প্রশংসা ও গুণকীর্তন তাদের মুখ দিয়ে বের হয় না। বরং তাদের জিহ্বা নোঙরা ও অশালীন কথা বলার জন্য এবং আস্বাদন গ্রহণের জন্য। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা প্রকৃতির দৃশ্য দেখার জন্য নয় বরং ব্যাভিচারের জন্য। তবে আনন্দ ও আরাম তারা কোথা থেকে পায়? একথা মনে করো না যে যারা দুঃখে-কষ্টে নিপতিত হয় তারা হতভাগা। না । খোদা তা'লা তাদেরকে ভালবাসেন। যেরূপ মলম লাগানোর জন্য কোন স্থানকে উন্মুক্ত করা জরুরী। মোট কথা মানুষের স্বভাবের মধ্যে এটি প্রমাণসিদ্ধ বিষয় যার দ্বারা আল্লাহ তা'লা প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীর বাস্তবতা কি। এবং এর মধ্যে কি কি বিপদাপদ উপস্থিত হয়। বিপদাপদের মধ্যেই দোয়ার বিচিত্র গুণাবলি ও প্রভাব প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ আমাদের খোদাকে দোয়ার মাধ্যমেই সনাক্ত করা যায়।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৬-১৪৭)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আপনাদেরকে আমার বার্তা হল নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্মরণ করুন

আপনাদেরকে আমার বার্তা হল নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্মরণ করুন। এবং আল্লাহ তা'লার সঙ্গে ভালবাসা ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য চেষ্টা করুন।

আল্লাহতা'লা নির্দেশিত ইবাদত গুলির মধ্যে অন্যতম নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই আদেশ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই। এবং যে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা দশ বছর বয়স অতিক্রম করেছে তাদের জন্যও। পুরুষদের জন্য বা-জামাত নামায পড়ার ব্যবস্থা করার আদেশ রয়েছে এবং তারা যেন মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে এবং মসজিদের কল্যাণরাজি অন্বেষণ করে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে কোন প্রকার অব্যহতি নেই। অতএব প্রত্যেক বায়াতকারী, প্রত্যেক আহমদীর এই স্পষ্ট আদেশকে শিরোধার্য করা উচিত।

আমি পৃথিবীর সমস্ত আহমদীদেরএই বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষন করেছি যে, এম.টি.এ-র অনুষ্ঠানাদি দেখুন। মাতা-পিতারাও এদিকে দৃষ্টি দিন এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করুন। এটিও একটি আধ্যত্মিক আহার যা আপনার আধ্যাত্মিক জীবনধারণের মাধ্যম।

জলসা সালানা অস্ট্রেলিয়া ২০১৫ উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)এর বার্তা।

জামাত আহমদীয়া অস্ট্রেলিয়ার ৩১ তম জলসা সালানা ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে আয়োজিত হয়। মসজিদ বায়তুল হুদা'তে পুরুষ জলসা গাহের ব্যবস্থা করা হয় এবং খাদ্য পরিবেশনের জন্য তাবু , বুক স্টল ও প্রদর্শনীর জন্য মসজিদ সংলগ্ন গ্রাউন্ড-এ ব্যবস্থা করা হয়। জলসায় বিভিন্ন দেশ থেকে দুই হাজারের বেশি মানুষ যোগ দান করেন।

হুযুর আনোয়ার জলসার জন্য নিজের বার্তা প্রেরণ করেন। বার্তা নিম্নরূপ।

প্রিয় জামাত আহমদীয়া অস্ট্রেলিয়ার সদস্যগণ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমোতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ্ তা'লার। জামাত আহমদীয়া অস্ট্রেলিয়া জলসা সালানা আয়োজন করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। আল্লাহ তা'লা আপনাদের এই জলসাকে সার্বিকভাবে আশিসমন্ডিত করুক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজিতে পূর্ণ হওয়ার তৌফিক দিক। এই জলসা উপলক্ষ্যে আমার বার্তা হল, নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে স্মরণে রাখুন এবং আল্লাহ তা'লার ভালবাসা ও তাকওয়ার উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকুন। মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল আল্লাহতা'লা নির্দেশিত ইবাদত গুলির মধ্যে অন্যতম নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করা। যেরূপ আল্লাহ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন, ...নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর এবং রসুলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করা হয়। এই আদেশ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই। এবং যে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা দশ বছর বয়স অতিক্রম করেছে তাদের জন্যও। পুরুষদের জন্য বা-জামাত নামায পড়ার ব্যবস্থা করার আদেশ রয়েছে এবং তারা যেন মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে এবং মসজিদের কল্যাণরাজি অন্বেষণ করে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে কোন প্রকার অব্যহতি নেই। অতএব প্রত্যেক বায়াতকারী, প্রত্যেক আহমদীর এই স্পষ্ট আদেশকে শিরোধার্য করা উচিত। প্রত্যেক আহমদীয় নিজের আত্মার উপদেষ্টা এবং সব সময় এই দৃষ্টিকোণ থেকে আত্ম-জিজ্ঞাসা করতে থাকা উচিত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

" যথারীতি নামায পড়। কিছু লোক আছে যারা কেবল এক ওয়াক্তের নামায পড়ে। তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, নামায থেকে কখনো অব্যহতি দেওয়া হয় না। এমনকি নবীদেরকেও এবিষয়ে অব্যহতি দেওয়া হয় নি। একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সা.)-এর নিকট দল আসে। তারা নামায থেকে অব্যহতি চায়। তিনি (সা.) বলেন, যে ধর্মে কর্ম নেই সেই ধর্মের কোন মূল্য নেই। এই কারণে এই কথাটি খুব ভাল করে স্মরণ রেখ এবং নিজের আমলকে খোদার আদেশের অধীনস্ত কর।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৩)

অতএব প্রত্যেক আহমদীকে নামায প্রতিষ্ঠার বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া উচিত কেননা, আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং খোদার নৈকট্য অর্জনের জন্য নামাযই হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

দ্বিতীয়তঃ যে বিষয়ের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটি হল খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা। আল্লাহ তা'লার আপনাদের উপর অনেক বড় অনুগ্রহ যে তিনি আপনাদেরকে যুগের ইমামকে মান্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন। এবং তিনি আপনাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করার কারণে খিলাফতের নিয়ামতও প্রদান করে এই মহান আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। এই খিলাফত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তিনি বারংবার আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের আনুগত্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করেছেন। আনুগত্যই হল এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সফলতা অর্জিত হয়। তারাই বিজয় এবং সফলতা অর্জন করে যারা আনুগত্যের জোঁয়াল নিজেদের কাঁধে বহন করে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর উচিত একদিকে যেমন নিজেদের ইবাদতের মানকে উন্নত করার চেষ্টা করা এবং এ বিষয়ে সংগ্রাম করা। এর পাশাপাশি আমি পৃথিবীর সমস্ত আহমদীদেরএই বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষন করেছি যে, এম.টি.এ-র অনুষ্ঠানাদি দেখুন। মাতা-পিতারাও এদিকে দৃষ্টি দিন এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করুন। এটিও একটি আধ্যত্মিক আহার যা আপনার আধ্যাত্মিক জীবনধারণের মাধ্যম। এর মাধ্যমে আপনার ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি ঘটবে এবং খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হবে। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য চ্যানেলের বিষময় প্রভাব থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন। আল্লাহ তা'লা আপনাদেরকে আমার এই উপদেশাবলীকে শিরোধার্য করার তৌফিক দিক। আমীন॥

ওয়াস্সালাম

খাকসার

মির্যা মাসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তবলীগ, তার প্রচার ও কাজ এবং তার নামকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আর খোদা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই কাজ করে চলেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু একই সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তবলীগের প্রতি জামাতের সদস্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আমার বই পুস্তক থেকে জ্ঞান অর্জন কর এবং তবলীগ কর, যেভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তবলীগ করতেন।

ভারতে তবলীগের ময়দানে নাযারাত ইসলাহ্ ইরশাদ ছাড়াও আরো কিছু বিভাগ কাজ করছে। সেখানে নুরুল ইসলাম নামে একটি বিভাগ আছে, তাদের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। ফোনের মাধ্যমে আর পত্র পত্রিকার মাধ্যমেও তারা তবলীগের কাজ করছে। একইভাবে ওয়াকফে জাদীদের ব্যবস্থাপনার অধীনেও তবলীগের কাজ হচ্ছে। বিরোধীরা পৌঁছে নতুন বয়আতকারীদের বা নতুন আহমদীদের কষ্ট-যাতনা দেওয়ার চেষ্টাও করে।

অনুরূপভাবে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও সেখানকার লোকদের এবং মুবাল্লিগদের পরবর্তী পর্যায়ের যোগাযোগের মানকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত এবং স্থানীয় লোকদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকার জন্য উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ।

তবলীগের পাশাপাশি নবাগতদের বা যারা বয়আত করে জামাতভুক্ত হয় তাদেরকে স্থায়ীভাবে জামাতের অঙ্গীভূত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হয়। অনেক জায়গায় তবলীগও হয় আর মানুষ জামাতভুক্তও হয় কিন্তু এরপর তাদেরকে স্থায়ীভাবে জামাতের অঙ্গীভূত করা হয় না। এর ফলে যারা আসে তাদের অনেকেই চলে যায়।

এই হলো মুবাল্লিগ এবং তবলীগকারীদের জন্য নির্দেশিকা বা নীতি আর তাদের জন্যও যাদের জ্ঞানের আসরে আনাগোনা রয়েছে। যদি বক্তৃতা এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় তাহলে বড় বড় প্রফেসর এবং কিছু নামধারী ধর্মীয় আলেম এবং এমন মানুষ যারা ধর্মের ওপর আপত্তি করে তারাও প্রভাবিত হয়।

একটি বক্তৃতাও যদি ভালোভাবে প্রস্তুত করা হয় তাহলে তা যেহেতু ভালোভাবে মুখস্থ থাকে তাই মানুষের ওপর এর ভালো প্রভাব পড়তে পারে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী পাঠ করা আমাদের জন্য আবশ্যক যেন আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায় আর একই সাথে এসব রচনাবলীর কারণে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয়।

এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগদেরকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতের দেখা উচিত কোন কোন স্থানে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সম্মান করা হয় না অর্থাৎ জামাতের সদস্য এবং সভ্যরা মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগদের সেভাবে যত্ন নেয় না বা সম্মান করে না যেভাবে করা উচিত। আর এ প্রেক্ষাপটে কোন কোন স্থান থেকে এখনও অভিযোগ আসে কিন্তু একই সাথে আমি একথাও বলতে বাধ্য যে, মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগদের ওপর এই দায়িত্বও বর্তায় যে, জামাতে নিজেদের সম্মান এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য তাদেরও জ্ঞানের দিক থেকে এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চমর্যাদায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, যেন জামাতের কোন সদস্য তাদের সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে না পারে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ৮ জুলাই , ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (৮ওফা,১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কিছু কথা উপস্থাপন করব। এর প্রতিটি রেফারেন্স এবং উদ্বৃতি পৃথক পৃথক হবে আর প্রতিটি নিজের মাঝে এক শিক্ষনীয় দিক রাখে। তিনি (রা.) কিছু কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতেও বর্ণনা করেছেন।

প্রথম কথা হলো তবলীগের প্রেক্ষাপটে। এতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দেশ বিভাগের পর কাদিয়ানের জামাতকে জলসা সালানা উপলক্ষে বার্ত প্রেরণ করেন। সেই বার্তায় তিনি বলেন, আপনাদের কাজ হলো তবলীগ করা, আর এই উদ্দেশ্যে আগাধ পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ইলহামে জানিয়েছিলেন, আমি তোমার প্রচার পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব। (আল-হাকাম, ২৭ শে মার্চ ও ৬ ই এপ্রিল-১৮৯৮) একই সাথে এটিও বলেছেন যে, খোদা তা'লা তোমার নামকে জগতের শেষ দিন পর্যন্ত সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন আর তোমার তবলীগ এবং তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিবেন।(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড-পৃষ্ঠা-৬৪৮)

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তবলীগ, তার প্রচার ও কাজ এবং তার নামকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছানোর

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আর খোদা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই কাজ করে চলেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু একই সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তবলীগের প্রতি জামাতের সদস্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আমার বই পুস্তক থেকে জ্ঞান অর্জন কর এবং তবলীগ কর, যেভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তবলীগ করতেন। যাহোক খোদার প্রতিশ্রুতি থেকে সর্বাত্মকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হয়। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রয়েছে কিন্তু এগুলির বাস্তবায়নের জন্য খোদা তা'লা নবীর সাথে বয়আতের অঙ্গীকারকারীদের ওপর দায়িত্ব ন্যাস্ত করেন যে, তারা যেন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই কাজে অংশ নেয় যাতে খোদার কৃপাভাজন হতে পারে। এর ফলে খোদা নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাদের কাজে প্রভূত কল্যাণ রেখে দেন, এবং নিত্য নতুন মাধ্যম ও উপকরণ সৃষ্টি করেন। আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা তবলীগের বহু মাধ্যম সৃষ্টি করেছেন।

যাহোক এখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বার্তার তবলীগ সংক্রান্ত সেই অংশ উপস্থাপন করছি। কাদিয়ানে আহমদীদের সংখ্যার স্বল্পতা এবং উপায় উপকরণের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং দরবেশদের মনোবল বৃদ্ধি করেন। তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রাথমিক যুগের অবস্থার বরাতে কথা বলেছেন। তিনি তাদের সম্বোধন করে বলেন-"এতে সন্দেহ নেই যে, কাদিয়ানে আপনাদের সংখ্যা মাত্র তিনশত তের, কিন্তু আপনারা হয়তো এই কথাকে ভুলেন নি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন খোদার নির্দেশে কাদিয়ানে কাজ আরম্ভ করেছিলেন তখন কাদিয়ানে আহমদীদের সংখ্যা কেবল দুইজন বা তিনজন ছিল। তিন শত অবশ্যই তিন-এর চেয়ে সংখ্যায় বেশি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির সময় কাদিয়ানের জনবসতি ছিল এগার শত। এগার শত এবং তিনের অনুপাত হলো এক অনুপাত তিনশত ছেষট্টি, অর্থাৎ যদি এখন, (অর্থাৎ যখন তিনি (রা.) এই বার্তা প্রেরণ করেন) বলেন যে, এখন কাদিয়ানের জনবসতি যদি বারো হাজার ধরে নেওয়া হয় তাহলে বর্তমান আহমদী জনবসতির সাথে কাদিয়ানের বাকি জনবসতির অনুপাত হবে এক অনুপাত ছয়ত্রিশ যা পূর্বে ছিল এক অনুপাত তিনশত ছেষট্টি। এক কথায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন কাজ আরম্ভ করেন তার চেয়ে আপনাদের শক্তি (এখানে কাদিয়ান বাসীদের তিনি (রা.) বলেন) তখন থেকে আপনাদের শক্তি দশগুণ বেশি। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন কাজ আরম্ভ করেন তখন কাদিয়ানের বাইরে কোন আহমদীয়া জামাত ছিল না। কিন্তু এখন ভারতের বহু স্থানে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেসব জামাতকে জাগ্রত করে তাদেরকে সংগঠিত করা, এবং এক নতুন সংকল্পের সাথে তাদেরকে দন্ডায়মান করা আর এই সংকল্প নিয়ে তাদের শক্তিকে পুঞ্জিভূত করা যে, তারা ইসলাম এবং আহমদীয়াতের প্রচারকে ভারতের চার দিগন্তে ছড়িয়ে দিবে, এটি আপনাদেরই কাজ।"

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৮-৩৮৯)

বর্তমানেও কাদিয়ানে হয়তো এই একই অনুপাত রয়েছে। এখন আহমদীরা সেখানে হাজার হাজার হলেও অন্যদের সংখ্যাও একই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এখন তো আল্লাহ্ তা'লা পূর্বের তুলনায় অনেক উত্তম উপকরণ সৃষ্টি করেছেন আর সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন মাধ্যমও খোদার কৃপায় অনেক বেশি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় ভারতে এখন বিভিন্ন মাধ্যমে জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু যারা কর্মী, যারা ওয়াকফে জিন্দেগী এবং মুবাল্লিগ ও মুরুব্বী তাদের ব্যক্তিগতভাবেও নিজেদের চেষ্টা প্রচেষ্টাকে বেগবান করতে হবে। তারা মারও খায়, বিরোধিতাও হয় কিন্তু তাসত্ত্বেও প্রজ্ঞার সাথে তবলীগের কাজকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ইনশাআল্লাহ্।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও আমার এই কথা সামনে রাখা উচিত যে, খোদা তা'লা আমাদেরকে তবলীগের কাজ করার এবং এটিকে ব্যাপকতর করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর এটি কুরআনের নির্দেশ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এই কথাই বলেছেন। মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা এই নির্দেশই দিয়েছিলেন। কিন্তু এর জন্য আমাদের সুসংহত, সুসংগঠিত এবং সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যেন এই কাজকে ব্যাপকতর করা যায়। আর তবলীগের পাশাপাশি নবাগতদের বা যারা বয়আত করে জামাতভুক্ত হয় তাদেরকে স্থায়ীভাবে জামাতের অঙ্গীভূত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হয়। অনেক জায়গায় তবলীগও হয় আর মানুষ জামাতভুক্তও হয় কিন্তু এরপর তাদেরকে স্থায়ীভাবে জামাতের অঙ্গীভূত করা হয় না। এর ফলে যারা আসে তাদের অনেকেই চলে যায়।

ভারতে বেশির ভাগ গ্রাম্য এবং দরিদ্র মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করে, কিন্তু বিরোধীদের পক্ষ থেকে যখন হৈহুল্লোড় আরম্ভ হয় তখন কিছু দুর্বল ঈমানের মানুষ ভয়ে ভীত হয়ে ঈমান নষ্ট করে। আমাদের ব্যবস্থাপক বা কর্মীরা, তবলীগের কাজে তারা যেভাবে পরিকল্পনা হাতে নেয় এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ভালো কাজও হচ্ছে সেখানে। তবলীগের ময়দানে নাযারাত ইসলাহ্ ইরশাদ ছাড়াও আরো কিছু বিভাগ কাজ করছে। সেখানে নুরুল ইসলাম নামে একটি বিভাগ আছে, তাদের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। ফোনের মাধ্যমে আর পত্র পত্রিকার মাধ্যমেও তারা তবলীগের কাজ করছে। একইভাবে ওয়াকফে জাদীদের ব্যবস্থাপনার অধীনেও তবলীগের কাজ হচ্ছে। তাদেরকে এমন স্থানে, যেখানে বিরোধীরা পৌঁছে নতুন বয়আতকারীদের বা নতুন আহমদীদের কষ্ট-যাতনা দেওয়ার চেষ্টা করে সেখানে গিয়ে নতুন বয়আতকারীদের মনোবল দৃঢ় করা উচিত। জেলার কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের তাৎক্ষনিকভাবে সেখানে পৌঁছানো উচিত, যেখান থেকেই সংবাদ আসুক না কেন, সেখানে কোন আহমদীর কোন প্রকার কষ্ট হয়েছে, তা ছোট কোন গ্রামই হোক না কেন।

অনুরূপভাবে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও সেখানকার লোকদের এবং মুবাল্লিগদের পরবর্তী পর্যায়ের যোগাযোগের মানকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত এবং স্থানীয় লোকদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকার জন্য উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত কেননা সেখানেও, যেভাবে আমি বলেছি, দরস এবং খুতবাতেও এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি যে, আহমদীয়াতের বিরোধীরা তাৎক্ষনিকভাবে পৌঁছে যায় তাদেরকে আহমদীয়াতের প্রতি বিতশ্রদ্ধ করার ষড়যন্ত্র নিয়ে। যাহোক যেখানে বেশি বয়আত হয় এমন দারিদ্র কবলিত দেশে, এমনসব স্থানে এই ধরণের কাজ হাতে নেওয়া উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা খাজা কামালুদ্দিন সাহেবের সাথে সম্পর্ক রাখে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় খিলাফতের নির্বাচনের সময় ফিতনার পরীক্ষার মুখোমুখি হন, আর তিনি লাহোরীদের নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাইহোক তিনি নেতা হতে হওয়ার বাসনা রাখতেন, তার সেই বাসনা পূর্ণ হয়েছিল।। তার সম্পর্কে অর্থাৎ তিনি তার জ্ঞান কিভাবে বৃদ্ধি করেছেন সে বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, খাজা সাহেবের উন্নত বক্তৃতা এবং ভাষণের পেছনে রহস্য কি ছিল? মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, খাজা কামালুদ্দিন সাহেবের সাফল্যের বড় কারণ ছিল তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী পাঠ করে একটি ভালো বক্তৃতা প্রস্তুত করতেন। এরপর কাদিয়ান এসে কিছুটা খলীফা আউয়াল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করতেন, আর কিছুটা অন্যান্য আলেমদের। এভাবে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য লেকচার বা বক্তৃতা প্রস্তুত করতেন। এরপর সেই বক্তৃতা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন শহর সফর করতেন এবং খুব সাফল্য পেতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, খাজা সাহেব বলতেন যে, যদি এক ব্যক্তির কাছে বারোটি বক্তৃতা প্রস্তুত থাকে তাহলে তার অসাধারণ খ্যাতি অর্জন হতে পারে। তিনি বলেন, খাজা সাহেব সাতটি লেকচারই প্রস্তুত করেছিলেন। এরপর বিলেতে চলে যান (ইংল্যান্ড-এ চলে যান) । কিন্তু সেই সাতটি বক্তৃতার মাধ্যমেই তিনি অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি মনে করি যে, একটি বক্তৃতাও যদি ভালোভাবে প্রস্তুত করা হয় তাহলে তা যেহেতু ভালোভাবে মুখস্থ থাকে তাই মানুষের ওপর এর ভালো প্রভাব পড়তে পারে।"

অতএব প্রথম হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী, যা থেকে লেকচার প্রস্তুত করা যায়। এগুলো পড়া আবশ্যক। এরপর

একটু বুঝা এবং বক্তৃতার প্রস্তুতি নেওয়া। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর কিছুটা বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, প্রথম যুগে আরবী ব্যকরণের জন্য পৃথক শিক্ষক ছিল, নাহাবের পৃথক, কাঁচা রুটির পৃথক শিক্ষক আর পাকা রুটির পৃথক। (এখন সেই যুগ আবার এসেছে যখন বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে। এখন স্পেশালাইযেশন তথা বিশেষজ্ঞ হওয়ার যুগের সূচনা হয়েছে।) তিনি বলেন, এমনই হওয়া উচিত, বক্তা বা লেকচারারদের প্রবন্ধ ভালোভাবে প্রস্তুত করে দেওয়া উচিত যেন তারা বাইরে গিয়ে সেই বক্তৃতাই করে। এর ফলে জামাতের উদ্দেশ্য অনুসারে বক্তৃতা হবে, আর আমরা এখানে বসেই বুঝতে পারবো যে, এরা কি বক্তৃতা করবে। সেটিই হবে প্রকৃত বক্তৃতা হবে। এছাড়া স্থানীয় কোন প্রয়োজন যদি দেখা দেয় তাহলে সমর্থন সূচক বক্তৃতা হিসেবে অন্য কোন বিষয়েও তারা কথা বলতে পারে।”

(আল-ফযল, ৭ নভেম্বর, ১৯৪৫)

এই হলো মুবাল্লিগ এবং তবলীগকারীদের জন্য নির্দেশিকা বা নীতি আর তাদের জন্যও যাদের জ্ঞানের আসরে আনাগোনা রয়েছে। যদি বক্তৃতা এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় তাহলে বড় বড় প্রফেসর এবং কিছু নামধারী ধর্মীয় আলেম এবং এমন মানুষ যারা ধর্মের ওপর আপত্তি করে তারাও প্রভাবিত হয়। সম্প্রতি এখানে একটি অনুষ্ঠান হয়েছে তবলীগ বিভাগের ব্যবস্থাপনায়। যাতে ইসরাইল থেকেও একজন খ্যাতনামা ইহুদী প্রফেসর এসে অংশ গ্রহণ করেন, তিনি বেশ কিছু পুস্তকাবলীরও লেখক। আমাদের এক যুবক মুরুব্বী তাতে ভালো প্রস্তুতি নিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। প্রফেসর সাহেব এতে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। প্রফেসর সাহেব অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে সেখানে ইসলাম এবং খিলাফতের পক্ষে কিছু কথা বলেন কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধেও মতামত ব্যক্ত করেন। আমাদের এই যুবক খুব সুন্দরভাবে এর উত্তর দিয়েছেন। পরে প্রফেসর সাহেব আমার সাথেও দেখা করতে আসেন এখানে এবং বলেন যে, তোমাদের সেই বক্তা খুবই বিচক্ষণ। আসলে ইসলামের ওপর হামলাকারী অ-আহমদী পন্ডিত এবং আলেমদের সামনে কিছু কথা বলে এরা তাদের যুক্তি খন্ডন করে বা তাদের কাছে সেই দলীল প্রমাণই নেই, কিন্তু জামাতের কাছে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রদত্ত ধর্মীয় শাস্ত্র এতটা সমৃদ্ধ যে, যদি ভালো প্রস্তুতি থাকে তাহলে যে কোন ব্যক্তির মুখ বন্ধ করা যায়। কেউ তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী পাঠ করা আমাদের জন্য আবশ্যক যেন আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায় আর একই সাথে এসব রচনাবলীর কারণে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয়।

প্রবীণদের মাঝে তবলীগের একাগ্রতা কেমন মানের ছিল সে কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন যে, আমি যখন স্বল্প বয়স্ক ছিলাম তখন শৈশবের কিছু বন্ধুকে নিয়ে একটি আঞ্জুমান বা এসোসিয়েশন গড়ে তুলি আর তাশহিজুল আযহান পত্রিকা আরম্ভ করি। আমার সে যুগের বন্ধুদের মধ্যে একজন হলেন, চৌধুরী ফতেহ্ মোহাম্মদ সাঈয়াল সাহেব যিনি পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যে মুবাল্লিগ হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি বলেন, চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবের ঘরে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছে। (চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব-এর ছোট ভাই ছিলেন) একবার চৌধুরী আব্দুল্লাহ খান সাহেবের স্ত্রী আমাকে বলেন যে, আব্বাজীকে (অর্থাৎ চৌধুরী ফাতেহ মোহাম্মদ সাঈয়াল সাহেবকে) আপনি যখন নাযেরে আলা নিযুক্ত করেন, (একসময় তিনি সদর আঞ্জুমানের নাযেরে আলা ছিলেন) ঘরে তিনি আফসোস করতেন, আক্ষেপ করে বলতেন যে, আমরা তবলীগের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলাম, ইনি আমাদেরকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছেন। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, পক্ষান্তরে আমি এটিও দেখি যে, আমাদের জামাতে এমন মানুষও আছে যারা আমাকে লিখে যে, ওয়াকফে জিন্দেগীর একটা সম্মান থাকা চাই।” (আল-ফযল, ২২ অক্টোবর , ১৯৫৫)

পুরনো যুগের লোকদের তবলীগের প্রতি যে আগ্রহ এবং একাগ্রতা ছিল, এতে শিক্ষনীয় দিক হল তবলীগের জন্য তাদের গভীর আগ্রহ ছিল আর সেই তবলীগের সুযোগকে তারা অফিসে নিযুক্ত হওয়ার ওপর প্রাধান্য দিতেন। আজকাল এখানে কোন কোন সময় এমন হয় অনেকেই বলে যে, আমাদেরকে কেন্দ্রে নিযুক্ত করা হোক।

এছাড়া এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগদেরকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতের দেখা উচিত কোন কোন স্থানে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সম্মান করা হয় না অর্থাৎ জামাতের সদস্য এবং সভ্যরা মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগদের সেভাবে যত্ন নেয় না বা সম্মান করে না যেভাবে করা উচিত। আর এ প্রেক্ষাপটে কোন কোন স্থান থেকে এখনও অভিযোগ আসে কিন্তু একই সাথে আমি একথাও বলতে বাধ্য যে, মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগদের ওপর এই দায়িত্বও বর্তায় যে, জামাতে নিজেদের সম্মান এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য তাদেরও জ্ঞানের দিক থেকে এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চমর্যাদায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, যেন জামাতের কোন সদস্য তাদের সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে না পারে। কোন কোন স্থানে ব্যবস্থাপকদের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু লোক মুরুব্বীদের সম্পর্কে অন্যায় কথা বলে বসে। মুরুব্বী যেখানে সংশোধনের চেষ্টা করে সেখানে তার বিরুদ্ধে অপলাপ আরম্ভ করে দেয়।

দোয়া গৃহীত হওয়ার রহস্য কী? এর হিকমত এবং প্রজ্ঞার রহস্যের দিকটা তুলে ধরতে গিয়ে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, “হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এমন নিদর্শন দেখাতে এসেছেন আর এমন মানুষ সৃষ্টি করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, যাদের দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে সুমহান বিপ্লব সাধন করবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

‘চুঁ পেশ আঁ বারবীকার এক দোয়া বাশুদ’

এর অর্থ হলো, যে কাজ সারা পৃথিবী করতে পারে না তা একটি দোয়ার মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, খোদা তা'লা প্রতিটি দোয়া অবশ্যই গ্রহণ করবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুত্র সাহেবযাদা মোবারক আহমদ সাহেব-এর ইন্তেকাল হয়েছে। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব ইন্তেকাল করেছেন অথচ তিনি তাদের জন্য দোয়াও করেছিলেন কিন্তু তারা ইন্তেকাল করেছেন আর এটিও তাঁর একটা নিদর্শন। কেননা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব সম্পর্কে তিনি পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিয়েছিলেন আর কোন কথা যখন পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়, সেটি নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং সব দোয়া গৃহীতও হয় না আর সব দোয়া প্রত্যাখ্যাতও হয় না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'লা যে দোয়া গৃহীত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তা অবশ্যই গৃহীত হয়, কেউ তা খণ্ডন করতে পারে না।

এরপর দোয়া গৃহীত হওয়ার কথা বলতে গিয়ে পয়গামী বা লাহোরীদের একটি আপত্তি খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বলেন, “লাহোরীরা আপত্তি করে যে, মুসলেহ্ মওউদ-এর সত্তায় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে? তিনি বলেন, “খোদার যে কৃপাবারী মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে বর্ষিত হয়েছে তা অব্যাহত থাকা আবশ্যক। লাহোরীরা এই কথা বলার অবশ্যই অধিকার রাখে যে, তোমার মাধ্যমে সেই কল্যাণরাজি জারী হয় নি বা এই কল্যাণরাজি সূচীত হতে পারে না । কিন্তু তাদের জন্য আবশ্যক হবে আমার মোকাবেলায়, আমার প্রতিদ্বন্দিতায় নিজেদের ইমাম ও নেতাকে নিয়ে আসা আর বলা উচিত যে, এর মাধ্যমে সেই সমস্ত কৃপারাজির বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর সত্যিই খোদা যদি তার মাধ্যমে ভবিষ্যতের বিষয়াদীর সংবাদ প্রকাশ করেন আর তার দোয়া অস্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেন তাহলে আমরা মেনে নিব যে, যদিও আমরা ভ্রান্তিতে ছিলাম কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্যতা প্রমাণিত। (এমন আপত্তি করবে না যার মাধ্যমে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা ম্লান হতে পারে। একদিকে তোমরা বিশ্বাস কর যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন, সে তিনি মুজাদ্দেদই হোন না কেন। তোমরা তাঁকে সত্যবাদী রূপে মান্য কর। তোমরা একথাও স্বীকার কর যে তাঁর দোয়া গৃহীত হতো, তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন। তো প্রথম কথা হলো আমার কথা যদি না-ই বা মানতে হয় না মান কিন্তু তোমাদের কোন ইমামকে আমার সামনে উপস্থাপন কর, কোন নেতা নিয়ে আস এরপর প্রমাণ কর যে, তার দোয়া গৃহীত হয়। এটি যদি প্রমাণ করতে পার যে, তার দোয়া কবুল হয় তাহলে আমাদের মানতে কোন অসুবিধা নেই যে,

আমরা ভ্রান্তিতে আছি। কিন্তু যদি এটি বল যে, নিদর্শন পূর্ণতা তবে তোমরা এর মাধ্যমে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার উপরই আপত্তি উত্থাপন করছ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এরাতো দরজাই বন্ধ করে দেয়।" (আল-ফযল, ১২ ই জুলাই, ১৯৪০) কোন কথা এরা শুনতেই চাই না। বিবেক সম্মত কথা বলতেই চায় না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে তিনি আরো কিছু ছোট ছোট দৃষ্টান্ত বা ঘটণাবলী বর্ণনা করেছেন। এক কুঁজো মহিলার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক কুঁজো মহিলার ঘটনা শোনাতেন। তাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কি চাও যে, তোমার কোমর সোজা হয়ে যাক, নাকি এটি চাও যে, অন্যরাও কুঁজো হয়ে যাক? যেহেতু কিছু মানুষ নাছোড় প্রকৃতির হয়ে থাকে, হিংসুকও হয়ে থাকে, সে উত্তর দেয় যে, দীর্ঘ দিন কেটে গেছে, আমি কুঁজো হয়েই চলে আসছি। লোকেরা আমার কুঁজ নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে, এটি তো এখন আর সোজা হওয়া সম্ভব নয়। (এখন তো আমি বয়ঃবৃদ্ধা হয়ে গেছি, এই কুঁজ তো থেকেই যাবে) এরা সবাই যদি কুঁজো হয়ে যায় তাহলেই আমি আনন্দ পাব আর আমি তাদের প্রতি হাসি ঠাট্টা করে তৃপ্তি পাব। তিনি বলেন, কিছু মানুষ এই ধরণের হিংসুক প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাদের কষ্ট দূর হওয়া হোক, এ নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা থাকে না যে, বরং চায় অন্যরা কষ্টে নিপতিত হোক।"

(আল-ফযল. ২রা আগস্ট, ১৯৬১)

সুতরাং এমন হিংসুকদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত। আর এই দোয়াও করা উচিত যে, আমরা যেন এমন হিংসুকদের মত না হই যারা এ ধরণের হিংসা প্রসূত কথা বার্তা বলে থাকে।

এরপর এক অন্ধের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এক অন্ধ ছিল যে রাতের বেলায় অন্য কারো সাথে কথা বলছিল,যারফলে অন্য এক ব্যক্তির ঘুমে ব্যাঘাত ঘটছিল। সেই ব্যক্তি বলল যে, হাফেজ জী ঘুমিয়ে পড়। হাফেজ সাহেব বললেন যে, আমাদের ঘুমানোর আর অর্থই বা কী, চুপ করাই তো আমার জন্য ঘুমানোর সমান। এই কথার অর্থ হলো ঘুমানোর অর্থ চোখ বন্ধ করা আর নিরব থাকা। আমার চোখ তো পূর্বেই বন্ধ, এখন নিরবই হয়ে যাব আর কী। নিরবতা পালন করছি। তিনি বলেন, এমন অবস্থা (কষ্টদায়ক অবস্থাগুলো) মু'মিনের জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে না। কেননা সে বলে যে, আমি পূর্বেই এতে অভ্যস্ত। যেভাবে মু'মিনকে এই দুনিয়ার মানুষ যখন হত্যা করতে চায় সে বলে যে, আমাকে হত্যা করে কি পাবে, আমি পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লার পথে মৃত্যুকে বরণ করে রেখেছি। (আল্লাহ্ যা চান আমি তা করতে প্রস্তুত আছি। আল্লাহ্র জন্য আমার প্রাণ প্রস্তুত।) তিনি বলেন, পৃথিবীর মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে কিন্তু মু'মিনকে যখন এই পৃথিবীর মানুষ হত্যা করতে চায় সে ভীত হয় না। সে বলে, আমি তো সেই দিনই মারা গেছি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছি, একমাত্র পার্থক্য হলো পূর্বে আমি একটি সচল লাশ ছিলাম এখন হয়তো আমাকে মাটির নিচে দাফন করবে। এর ফলে আমার জন্য খুব একটা পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। " (আল-ফযল, ৩১ শে মে, ১৯৪৩)

তো এক প্রকৃত মু'মিনের চিন্তা ধারা এমনই হয়ে থাকে।

এরপর তিনি (রা.) আরো একটি দৃষ্টান্ত দেন । তিনি বলেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এক মহিলা কোন বিয়েতে যোগদান করে। সে ছিল খুবই কৃপণ। কিন্তু তার ভাবী ছিল উদার। (ননদ এবং ভাবী উভয়ই বিয়েতে যোগদান করে, ননদ কৃপণ হলেও ভাবী উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় মনের ছিলেন) সেই কৃপণ মহিলা বিয়েতে এক রুপিয়া উপহার দেয় কিন্তু তার ভাবী দেয় বিশ রুপিয়া। যখন তারা বিয়ে থেকে ফিরে আসে তখন কেউ সেই কৃপণ মহিলাকে জিজ্ঞেস করে যে, বিয়েতে কি খরচ করেছ, সে বলে যে, আমি এবং আমার ভাবী একুশ রুপিয়া উপহার স্বরূপ দিয়েছি। (চাঁদার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্তকে প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি বলেন) কোন কোন জামাতে কিছু সদস্য আছে যারা মন খুলে চাঁদা দেয়, চাঁদার ক্ষেত্রে বড় মনের পরিচয় দেয়। তাদের চাঁদাকে নিজের জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা তেমনই যেভাবে এই কৃপণ মহিলা বলে যে, আমি এবং ভাবী দুজনে মিলে একুশ রুপিয়া দিয়েছি।"

(আল-ফযল, ১৫ই জুন, ১৯৪৪)

কিন্তু কিছু ধনবান বা সম্পদশালী মানুষও এমন আছে যারা কৃপণ হয়ে থাকে। তারা জামাতের সামগ্রিক চাঁদার সঙ্গে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে, এমন দৃষ্টান্তও সামনে আসে। নতুবা একথা অবশ্যই প্রকাশ করে যে, আমাদের জামাত এত টাকা চাঁদা দিয়েছে। যেন আমাদের জামাতে তিনি সবচেয়ে বেশি চাঁদা দেন, অথচ যারা চাঁদা দিয়েছে তাদের অধিকাংশ দরিদ্র আর ধনীরা সেই অনুপাতে চাঁদা দেয় না।

একবার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় কিছু অনুচিত ঘটনা প্রকাশ পায়। ধর্মের মর্যাদার বিষয়টি অবহেলিত হয়। জামাতের ঐতিহ্যকে দৃষ্টিতে রাখা হয় নি। এই সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে তিনি তাদেরকে বলেন যে, দেখ হাসি-ঠাট্টা বৈধ। (অবৈধ নয়) । মহানবী (সা.)ও রসিকতা করতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও রসিকতা করতেন। আমরাও করি। আমরা এ কথা বলব না যে, আমরা রসিকতা করি না, আমরা শতবার রসিকতা করি কিন্তু নিজেদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী বা নিকটাত্মীয়দের সাথে করে থাকি। কিন্তু এর মধ্যে কারোর জন্য ব্যঙ্গ থাকে না। (যদি কারো উপহাসের দিক থাকে, এর ফলে যদি কারো আত্মসম্মান বোধে আঘাত আসে তাহলে এমন রসিকাত সঠিক নয়) যদি মুখ থেকে এমন শব্দ বের হয় যাতে ব্যঙ্গের কোন লেশ থাকে তাহলে আমরা ইস্তেগফার করি। (আর সবারই তা করা উচিত। যদি ভুলবশতঃ এভাবে কারোর সাথে ঠাট্টা করা হয় যা সে অপছন্দ করে বা তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে) আর আমরা নিজেদের কৃত ভুল উপলব্ধি করি। (এই কারণে ইস্তেগফার করা উচিত। সুতরাং একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, সেখানে একটি একটি প্রতিযোগিতা হচ্ছিল এবং সেখানে একটি ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন আমি হাসি বা খেলাধুলা সম্পর্কে বলব না যে, এগুলো অবৈধ) তোমরা খেলাধুলা উপভোগ কর। খেলাধুলা ঠিক আছে কিন্তু খেলার ছলে যদি পিতার দাড়ি নিয়ে খেলা আরম্ভ হয় তাহলে এটি বৈধ নয় । (অর্থাৎ পিতার সম্মানকে যদি পদদলিত করা আরম্ভ কর তাহলে তা বৈধ নয়।) খোদার মর্যাদা তাঁকে দাও। ফুটবলের মর্যাদা ফুটবলকে দাও, কবিতার আসরের মর্যাদা কবিতার আসরকে দাও, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রাপ্য মর্যাদা ভবিষ্যদ্বাণীকে দাও। (কেউ কেউ হাসি-ঠাট্টা বা উপহাসের ছলে ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্ধৃতি দেওয়া আরম্ভ করে।) তিনি বলেন, যদি খেলা বা হাসি-ঠাট্টার আগ্রহ থাকে তাহলে লাহোরে যাও, সেখানে গিয়ে বিভিন্ন কবিতার আসরে যোগদান কর। (কিছু কবি সেখানে পরস্পরকে ব্যঙ্গাত্মাক ভঙ্গিতে আক্রমণ করে। তিরস্কারও করে, এমন কবিতার আসরেই বসে নিজেদের শখ পুরণ কর। বাজে কথা বলতে গেলে অন্যত্র যাও, অন্য শহরে যাও।) লাহোরে গিয়ে যদি এমন কর, (বিশেষ করে কাদিয়ানের লোকদের সম্বোধন করে তিনি বলেন যে, রাবওয়া, কাদিয়ান যেখানেই কেন্দ্রীয়ভাবে জামাতী অনুষ্ঠানের অধীনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় তাদের জন্য এতে শিক্ষনীয় দিক রয়েছে। তিনি বলেন,সেখানে গিয়ে যদি এমন কর) তাহলে মানুষ বলবে যে, লাহোরের মানুষ এমন করেছে, কেউ এ কথা বলবে না যে, আহমদীরা এমন করেছে। কিন্তু এখানে এর এক-দশমাংশও যদি এমনটি কর তাহলে মানুষ বলবে যে, আহমদীরা এমন করেছে। সুতরাং আমি রসিকতা থেকে বারণ করি না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে এতটা সীমা ছাড়িয়ে যেও না যার ফলে জামাত দুর্নাম হতে পারে। "

(আল-ফযল, ১২ই মার্চ, ১৯৫২)

এখন কেবল কাদিয়ান বা রাবওয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং পৃথিবীর সর্বত্রই, অন্যান্য স্থানেও জামাতি ব্যবস্থাপনার অধীনে খেলাধুলার আয়োজন হয়। সেখানে যদি এমন কোন ঘটনা হয় তাহলে অনেক সময় জামাত বদনাম হয়। তাই সর্বত্র এ সম্পর্কে সাবধানতার প্রয়োজন রয়েছে।

অতএব আমাদের প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি গতিবিধিতে এর বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত তা খেলাধুলা হোক, বিনোদন হোক বা কবিতার আসর হোক। জামাতের সম্মানকে আমরা পদদলিত হতে দেব না। জামাতের সম্মান এবং মর্যাদার প্রতি আমরা সব সময় শ্রদ্ধাশীল থাকব। তাই এই যে কয়েকটি কথা আমি বললাম, এগুলো শিক্ষনীয় বিষয়, এগুলির প্রতি যত্নবান থাকা উচিত।

মসজিদ মাহমদু মালমো (সুইডেন) -এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১৪ ই মে ২০১৬ তারিখে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাউয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সমস্ত সম্মানীয় অতিথি বর্গ! আসসলামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ ওয়া বরকাতু

আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি , করুনা ও আশিস বর্ষিত হোক। সর্বপ্রথম আমি এই শুভক্ষণে মালমো-তে আমাদের নতুন মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন গ্রহণকারী আমাদের সকল অতিথিবর্গকে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আপনাদের অধিকাংশই আহমদীয়াতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না। এই কারণে একটি ইসলামী অনুষ্ঠানে আপনাদের অংশগ্রহণ করা প্রমাণ করে যে, আপনারা উদার মনের মানুষ এবং আপনারা পরমত সহিষ্ণু। তাই আপনাদের নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমার বিশ্বাস, আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে কতক এমনও আছেন যারা হয়তো নিজেদের অন্তরে মসজিদ উদ্বোধন সম্পর্কে এক প্রকার অজানা আশঙ্কা রাখেন এবং আমাদের মসজিদ সম্পর্কেও হয়তো সংশয় পোষণ করেন। বিশেষ করে সেই সমস্ত লোক যাদের সঙ্গে মুসলমানদের খুব কম সম্পর্ক রয়েছে বা একেবারে নেই। তারা হয়তো এও মনে করে যে, ইউরোপে বা উন্নত দেশসমূহে মসজিদ নির্মিত হওয়াই উচিত নয়। তারা হয়তো মসজিদগুলিকে নিজেদের জাতির জন্য নৈরাজ্য এবং শত্রুতা বৃদ্ধির কারণ বলে মনে করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এমন মানুষদের আশঙ্কা হয়তো কিছুটা হলেও প্রাসঙ্গিক। কেননা, কিছু নামধারী মুসলমান মসজিদগুলিকে নিজেদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। এরা উগ্রতার প্রসার করছে। এই কারণে আমি সমস্ত অতিথি এবং এই শহরের মানুষদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, এই মসজিদটি সম্পর্কে আতঙ্কিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃত মুসলমান এবং প্রকৃত মসজিদ সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর পরিবর্তে কেবল ভালবাসা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার ঘটায়। বস্তুতঃ কেউ যদি কোন প্রকৃত মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তবে মুসলমানের পক্ষ থেকে তার কেবল শান্তিই লাভ করা উচিত। অনুরূপভাবে যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন তার কেবল প্রশান্তিই লাভ করা উচিত। কিন্তু যদি এর বিপরীত ঘটে তবে এর অর্থ হল মসজিদ আবাদকারীরা প্রকৃত মুসলমান নয়। তারা প্রকৃত ইসলামের মর্ম অনুধাবন করতে পারে নি। অথবা এর অর্থ দাঁড়াবে যে, সেই মসজিদ সৎ উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয় নি বা প্রকৃত উদ্দেশ্য পুরণ করার জন্য তৈরী করা হয় নি। এমন সব মসজিদ যেখান থেকে অনিষ্টতার প্রসার ঘটে, ইসলামে সেই সব মসজিদের কোন স্থান নেই। কুরআন করীমে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যখন রসুলে করীম (সা.) একটি মসজিদ ধুলিস্যাৎ করার আদেশ দেন। কেননা, এই মসজিদ একটি শান্তির স্থান হিসেবে নির্মিত হয় নি বরং নৈরাজ্য ও কলহ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল। এই মসজিদের নির্মাণকারীরা মুনাফিক ছিল যারা সেই অঞ্চল এবং সমাজের মুসলমানদের মধ্যে এবং অ-মুসলিমদের মধ্যে দ্বন্দ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। অতএব কুরআন করীম অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় এই সম্পর্কে ঘোষণা দেয় যে, এমন মসজিদ যেগুলি অসৎ উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হোক।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এছাড়াও আমরা আহমদীরা বিশ্বাস করি যে, জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কুরআন করীম ও রসুলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত ছিলেন। আমরা তাঁকে এই যুগের সংস্কারক রূপে মান্য করি যাকে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সা.) শেষ যুগের মসীহ ও মাহদী অর্থাৎ হিদায়ত প্রাপ্ত রূপে অভিহিত করেছেন। আমাদের বিশ্বাস তাঁকে দুটি উদ্দেশ্য পুরণের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। এক, মানবজাতিকে খোদা তা'লার বান্দা রূপে একত্রিত করা এবং দুই, মানব জাতি একে অপরের অধিকার আদায়ের প্রতি মনোযোগী করা। তাকে সমগ্র জগতের জন্য শান্তির একটি মাধ্যম রূপে প্রেরণ করা হয়েছিল। এই কারণেই তাঁর মান্যকারী ও অনুসারীরা ঐ দলের অন্তর্ভূক্ত যারা সমাজে প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার পথকে সুগম করার চেষ্টা করে। জামাতে আহমদীয়ার ১২৭ বছরের ইতিহাস এই কথার সাক্ষী যে, আমরা সবসময় সেই বিষয়েরই প্রচার করি যা আমরা নিজেরা মেনে চলি। আমাদের কোন জাগতিক বা রাজনৈতিক অভিসন্ধি নেই। বরং আমাদের বাণী হল শান্তি, প্রেম ও পারস্পরিক সহনশীলতা। আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণতই আধ্যাত্মিক। আমরা কেবল খোদা তা'লা সন্তুষ্টির অভিলাষী এবং মানবজাতির যাবতীয় দুঃখ -কষ্টের অবসান কামনা করি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমানে ইসলামের বিরোধীতায় অনেক কিছু বলা ও লেখা হচ্ছে। ইসলামকে একটি উগ্রতাপ্রিয় ও সন্ত্রাসী ধর্মে পরিণত করা হয়েছে। যদিও আমরা ইসলামের এই রূপকে কখনোই সত্য বলে মনে করি না, তবুও এটি তিক্ত বাস্তব যে, কিছু নামধারী মুসলমনাদের ঘৃণ্য আচরণ ইসলাম বিরোধীদেরকে এমন ধরণের অনুচিত আপত্তি করার ছাড়পত্র জারি করে দিয়েছে। যাইহোক একজন আহমদী মুসলমান হওয়ার দরুন যখন আমি বর্তমান পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য করি তখন আমি হতাশাগ্রস্ত হই না বরং এই পরিস্থিতি ইসলামের সত্যতার স্বপক্ষে আমার ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে। কেননা, চোদ্দ শত বছর পূর্বে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সময়ের প্রবাহের সাথে সাথে ইসলামের শিক্ষা বিকৃত হবে এবং মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে যাবে। তিনি (সা.) বলেন, এই আধ্যাত্মিক অন্ধকারের যুগে আল্লাহ তা'লা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে মসীহ মওউদ কে প্রেরণ করবেন। যেরূপ আমি পূর্বেই বর্ণনা করে এলাম যে, আমরা আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতাকে মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহুদ বলে মান্য করি। তিনি (আ.) আধ্যাত্মিক প্রদীপের মাধ্যমে ইসলামে মহান ও চিরন্তন শিক্ষাকে এক অমল আলোয় আলোকিত করেছেন। তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে মসজিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব জামাত আহমদীয়া মুসলেমা যেখানে এবং যখনই কোন মসজিদ নির্মাণ করে সেটি একটি শান্তির ঘর হয়ে থাকে যেখানে কুরআন করীমে শিক্ষার আলোকে মানুষ আল্লাহ তা'লার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হন। সেই কারণেই স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন যে, আমাদের মসজিদের দরওয়াজা ঐ সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষদের জন্য উন্মুক্ত যারা খোদার ইবাদত করতে চায়, যারা শান্তি, ভালবাসা ও একাত্মতার মত মূল্যবোধের প্রসার ঘটাতে চায়। এই নব নির্মিত মসজিদটির নাম হল "মসজিদ মাহমদুদ" অর্থাৎ এমন মসজিদ যা প্রশংসা যোগ্য। অতএব স্থানীয় জামাতের প্রাথমিক কর্তব্য হল তাদের জীবনের প্রতিটি দিক যেন ইসলামের প্রকৃত এবং শান্তিপ্রিয় শিক্ষার প্রতিফলন ঘটায়। একদিকে তারা যেমন এই মসজিদে প্রত্যহ খোদার ইবাদতের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে তখন তারা যেন এই সংকল্প নিয়ে প্রবেশ করে যে, তারা সমাজের সেবা করবে যে সমাজে তারা বসবাস করে। তাদের চরিত্রের মাধ্যমে যেন প্রতিবেশীদের জন্য এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য শান্তি, দয়া ও হিতৈষীতার প্রকাশ ঘটে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলাম যে শান্তির ধর্ম তা অত্যন্ত স্পষ্ট বিষয়। এই কারণেই কুরআন করীমে আল্লাহ তা'লা সুরা ইউনুসের ২৬ আয়াতে বলেন, আল্লাহ শান্তির গৃহের দিকে আহ্বান করেন"। আরবী ভাষায় শান্তির জন্য সালাম শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই একটি শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। এর অর্থ রক্ষা করা ও সুরক্ষিত থাকাও হয়ে থাকে। এর অর্থ যাবতীয় প্রকারের অনিষ্টতা এবং বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত থাকাও হয়ে থাকে। এর অর্থ শান্তি ও আনুগত্যও হয়ে থাকে। বস্তুতঃ সালাম খোদা তা'লার একটি গুণবাচক নামও বটে। অর্থাৎ সেই সত্তা যা শান্তি ও স্থৈর্য্যের উৎস। আর মুসলমানদেরকে খোদা তা'লার গুণাবলী ধারণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহতা'লা যেহেতু শান্তি ও সচ্ছলতার উৎস,মুসলমানদের কর্তব্য হল তারা যেন নিজেদের সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। এছাড়া মসজিদের মৌলিক উদ্দেশ্য হল নামাজীদের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করা। আরবী ভাষায় নামাযকে 'সলাত' বলা হয়। যার অর্থ হল, উদারতা, ভালবাসা এবং দয়া। অর্থাৎ সেই মুসলমান যে একনিষ্ঠ হয়ে নামায পড়ে সে এমন ব্যক্তি যে দয়ালু, অন্যের প্রতি সহানুভুতিশীল, দয়ালূ এবং যাবতীয় প্রকারের অনৈতিক ও আইন-বিরুদ্ধ গর্হিত কর্ম থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। একজন প্রকৃত ইবাদতকারী হল সেই যে তাকওয়ার পথ থেকে বিচ্যুত হয় না, যে নিজের যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে সমাজের সেবা করে। সংক্ষেপে, প্রকৃত মুসলমান হল সেই যে নিজের সমাজের জন্য ভালবাসা এবং সহমর্মিতা প্রদর্শন করে আর প্রকৃত মসজিদ হল সেটিই যা মানবতার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রস্থলের ভুমিকা পালন করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলামের একটি মূল্যবান নীতি হল মুসলমানদেরকে নিজেদের প্রতিবেশীদের প্রাপ্য অধিকার দেওয়ার এবং দুঃসময়ে তাদের সাহায্য ও সেবা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা একবার বলেন যে, খোদা তা'লা প্রতিবেশীদের অধিকার দেওয়ার

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 11th Aug, 2016 Issue No. 23

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

বিষয়টিকে এত বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন যে আমার মনে হল যেন তিনি প্রতিবেশীদেরকে উত্তারিধারীর অধিকারও হয়তো প্রদান করবেন।

এর পর আল্লাহ তা'রা সুরা নিসার ৩৭ নম্বর আয়াতে বলেন, "তোমরা আল্লাহ তা'লার ইবাদত কর, কাউকে তার শরিক করিও না এবং মাতা-পিতার সাথে অনুগ্রহপূর্বক আচরণ কর.....।

যখন আমরা এই আয়াতটি পাঠ করি এবং গভীরভাবে দৃষ্টি দিই তখন বুঝতে পারি যে, ইসলাম মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য কতটা গুরুত্ব প্রদান করেছে। এই আয়াত থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'লা জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে নিজের মাতা-পিতা, পরিবার ও বন্ধুবান্ধব থেকে শুরু করে দরিদ্র ও অভাবী, অনাথ এবং সমাজের সমস্ত মিসকিন পর্যন্ত সমাজের প্রত্যেক বর্গের মানুষের সেবা করাকে মুসলমানদের কর্তব্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেরূপ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিবেশীর সেবা করা মুসলমানদের কর্তব্য এবং ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রতিবেশীর গণ্ডী ব্যাপক। প্রতিবেশীদের মধ্যে কেবল তারাই সামিল নন যারা আপনার সঙ্গে বসবাস করে। বরং আপনার সহকর্মী থেকে শুরু করে শুরু করে আপনার সহযাত্রী এরা প্রত্যেকেই এই গন্ডির আওতায় পড়ে। সুতরাং ইসলামে ভালবাসার গন্ডিটি সীমাবদ্ধ নয়। অতএব এটি কিভাবে সম্ভব যে, একজন প্রকৃত মুসলমান অপরের ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করবে অথবা সমাজে নৈরাজ্য ও কলহ সৃষ্টির কারণ হবে। প্রকৃত পক্ষে এটি অসম্ভব। কেননা একজন ব্যক্তি একমাত্র তখনই প্রকৃত মুসলমান আখ্যায়িত হতে পারে যখন সে অন্যের অধিকার প্রদানকারী হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নিঃসন্দেহে বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর দিলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আপনাদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ বিশেষ করে এই মসজিদের প্রতিবেশী যারা মসজিদের কারণ সরাসরি প্রভাবিত হবেন, তারা হয়তো এই মসজিদটি সম্পর্কে অশঙ্কিত হতে পারেন। যে বিষয় আপনার জন্য অজানা সে সম্পর্কে আতঙ্কিত হওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়। এই কারণে মসজিদের আশপাশের লোকেরা হয়তো দুশ্চিন্তগ্রস্ত হতে পারেন যে, এই নতুন মসজিদটির উদ্বোধনের পর হয়তো শহরের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। তা সত্বেও আমি আপনাদেরকে সেই ইসলামের ভিত্তিতে যার সম্পর্কে আমি জানি এবং যার শিক্ষা আমি শিরোধার্য করি, আশ্বস্ত করতে চাই যে, এই মসজিদটি শান্তির উৎস হিসেবে প্রমাণিত হবে যেখান থেকে সব সময় প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা উৎসারিত হবে। ইনশাল্লাহ। আপনারা নিজেই দেখবেন যে, এই এলাকায় বসবাসকারী আহমদী মুসলমানরা শান্তি, প্রেম ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে বিকশিত করবে এবং পূর্বে থেকে বেশি নিজেদের প্রতিবেশীদের সেবা করবে। কেননা, তাদের ধর্ম এটিই তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এটিই সেই মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষামালা জামাত আহমদীয়া যারা প্রচার ও প্রসার করে থাকে শুধু তাই নয় বরং সারা জগতে আহমদীরা এই শিক্ষাকেই মেনে চলছে। আমরা পৃথিবীব্যপি হাজার মসজিদ নির্মাণ করেছি। এবং আমরা প্রত্যেক ক্ষেতেই দেখেছি যে, একবার আমাদের জামাত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর অচিরেই তাদের শঙ্কা দূরীভুত হয় এবং আমাদেরকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ রূপে বিবেচনা করে স্বাগত জানানো হয় এবং আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে থাকে। যেরূপ আমি বলেছি, এই প্রাথমিক ভয় অচিরেই দূরীভুত হবে এবং এই মসজিদ থেকে ধ্বনিত শান্তির বাণী চতুর্দিগন্তে আমাদের প্রতিবেশীদের নয়নমনি হয়ে উঠবে। স্থানীয় মানুষেরা দেখবে যে জামাত আহমদীয়া মুসলেমা কেবল নিজেদের ধর্মীয় তবলীগ ও মসজিদ নির্মাণের পিছনেই ব্যস্ত নয় বরং কষ্টে নিপতিত মানুষের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য সচেষ্ট রয়েছে এবং তাদের মনেও আশার সঞ্চার করে যারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। আমরা মসজিদের মাধ্যমে সমাজের মিসকীন ও দরিদ্রদেরকে উজ্জ্বল ভবিষ্যত উপলব্ধ করানোর চেষ্টা করি। এই চেষ্টার পরিণামেই জামাত আহমদীয়অ মুসলেমা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুল, হাসপাতাল নির্মাণ করছে যা জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সবথেকে বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষদেরকে চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রদান করছে। এই সকল সাহায্যমূলক কাজে আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ, হতোদ্যম অবস্থায় বসবাসকারী মানুষদের জন্য ওয়াটার পাম্প লাগিয়ে শুদ্ধ পানি সরবরাহ করছি। আমরা প্রাচ্যের দেশে বসবাস করি যেখানে নল গুলি থেকে অনবরত পানি বইতে থাকে। পানিকে মূল্য দেওয়া অত্যন্ত জটিল কাজ। আপনি যখন আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিজে গিয়ে দেখবেন যে, কিভাবে ছোট ছোট বাচ্চারা প্রত্যহ কয়েক মাইল পাঁয়ে হেটে মাথায় পানির কলসি বয়ে নিয়ে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত পানির মর্ম আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন না। আর যে পানি তারা এত পরিশ্রম করে বয়ে নিয়ে আসে তা পরিস্কারও থাকে না। অধিকাংশ সময়ই এই পানি নোংরা থাকে যা বিভিন্ন ধরণের রোগ-ব্যধির কারণ হয়। অতএব আহমদী মুসলমানরা নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষার কারণে এমন বিপন্ন মানুষদের সাহায্য করতে এবং তাদেরকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টায় রত আছে। আমারা মানুষের ধর্ম বিশ্বাস, ধর্ম এবং পৃষ্ঠভুমির তোয়াক্কা না করে অভাবীদের সেবা করছি। আমরা যেখানেই মসজিদ নির্মাণ করি সেখানকার সমাজ এবং আশপাশের বসবাসকারীদের সাহায্য করার জন্য সদর্থক ভুমিকা পালনের চেষ্টা করি। অতএব এই শহরের মানুষদের এবং সুইডেনের অধিবাসীদেরকে আমি আরও একবার আশ্বস্ত করতে চাই যে, এই মসজিদ ইনশাল্লাহ প্রেম, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রমাণিত হবে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখানে বসবাসকারী আহমদী মুসলমানদেরকেও আমি তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। তাদের দায়িত্ব এখন আর বেড়ে গিয়েছে। একদিকে যেমন আপনাদের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত অন্যদিকে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার আপনারা প্রকৃত দূত হওয়ার দায়িত্বও পালন করুন। নিজেদের সদর্থক ভুমিকার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে এই সমস্ত মানুষদের মনের আশঙ্কাকে দূরীভুত করা প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য। আমার পূর্ণ ভরসার আছে যে, আহমদী মুসলমানরা আমার কথার প্রতি মনোযোগী হবে এবং স্থানীয় মানুষদেরকে বলবে যে ইসলাম কিসের প্রতিনিধিত্ব করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পৃথিবী এই সময় অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে। ফিতনা, ফাসাদ ও পারস্পরিক বিবাদ পৃথিবীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করেছে। এর একমাত্র সমাধান হল একটি বৃহত স্বার্থের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করা। বিবাদ দূর করার জন্য ভালবাসা ও একাত্মতার চেতনা বোধ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । বর্তমান যুগের সমস্যাবলী ক্ষুদ্রতর পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই বরং একাধিক দেশ এই যুদ্ধ, অন্যায় ও অত্যাচারের কবলে পড়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, কিছু মুসলমান দেশ এই সকল নৈরাজ্য, অস্থিরতা এবং বিবাদের কেন্দ্রস্থল বিরাজ করছে যাদের সরকার নিজের দেশের মানুষের অধিকার প্রদান করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পরিণামে কিছু উগ্রবাদী সংগঠন এমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে যে, তাদের বিপন্ন সমাজ আরও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বর্তমান যুগে প্রত্যেক জাতি ও ধর্ম পরস্পরের সাথে জড়িত হয়ে রয়েছে। তাদের অস্তিত্ব একে অপরের উপর নির্ভরশীল। মুসলমান দেশগুলির বিবাদ পূর্বেই অনেক বেড়ে গিয়েছে। আরব দেশগুলির যুদ্ধ ও অন্যায়-অত্যাচারের ঘটনাবলীর পরিণামে আমরা এই সকল পশ্চিমি দেশেও চত্রভঙ্গ ও অবিশ্বাসের পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পারস্পরিক মতবিরোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছু উগ্রবাদী সংগঠন ইউরোপেও প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে। এবং তাদের সদস্যরা এই সকল দেশে বসবাস করছে। এবং এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ভয়ানক বিপদ হয়ে অপেক্ষা করছে। এরা যা কিছু করছে ইসলামের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। অতএব আমরা যারা শান্তি কামী এই সমস্ত অপশক্তির মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে যা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে যথা সম্ভব চেষ্টা করতে হবে যাতে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে পরাজিত ও যন্ত্রনাক্লীষ্ট অবস্থায় ছেড়ে না যেতে হয়। বরং আমাদরকে এবিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা যেন আগত প্রজন্মের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় পৃথিবী রেখে যেতে পারি। এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন মানুষ তাদের স্রষ্টাকে চিনবে এবং তার সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতিশীল হয়ে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী হবে। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে এমনটি করার যোগ্যতা দিন। আমীন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir